বিষয়টিকে আরো হৃদয়ের কাছে আনার জন্য আমাদের চারপাশে আরো বাস্তবতা দেখি। যেমনঃ

❖ মানুষের জন্য রক্ত দান

❖ মানুষের জন্য চোখ দান

❖ মানুষের জন্য কিডনী দান

রক্ত, চোখ বা কিডনী জটিলতায় মানুষ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়ায় তাৎক্ষণিক নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন ছুটে যায় ঐ জীবন বাঁচাতে। এর কি কোন প্রশ্ন বা উত্তর আছে? নেই, তবে বিশ্লেষণ আছে। আর তা হলো- মানুষের জন্য মানুষের ত্যাগ ও দান করার সদিচ্ছা। যেখানে দাতা তাঁর অন্তর্নিহিত ভালোবাসার মধ্যে প্রচন্ড এক আনন্দ খুঁজে পায়, আর গ্রহিতা তার নব জীবন প্রাপ্তির পরিতৃপ্তির মাঝে দাতার সেবার প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসায় নিজেকে ঋণী করে রাখে আমরণ। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে নতুন এক সামাজিক সন্ধির। ঐশ্বরিক থেকে সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজেই মানুষের দেহে এ জিনিসগুলো একের অধিক রেখেছেন মানুষের প্রয়োজনেই। আমার আত্মবিশ্বাস মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করতেই তাঁর সৃষ্টির এ রহস্য। এখানে বিজ্ঞানও এর সত্যতা স্বীকার করে।

'দানে আনন্দ, দানে সেবা' বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম পুস্তকে বর্ণিত বাণীর উদ্ধৃতিঃ

পবিত্র খ্রীষ্ট ধর্ম

❖ খ্রীষ্ট ধর্মে দানের বিষয়ে সর্বত্রই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং খ্রীষ্ট বলেন 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা কিছু করেছো, তা আমারই জন্য করেছ' মথি ২৫ঃ৪০।

❖ পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে 'ধনীদের এই কথা বল, তারা যেন পরোপকার করে, সৎকর্মের ঐশ্বর্যেই যেন ধনী হয়ে ওঠে। সাহায্য দানে যেন উদার হয়; নিজেদের অর্থ যেন অন্যের সঙ্গে ভাগ করেই ভোগ করে। এইভাবে তারা তো নিজেদের জন্য সঞ্চয় করবে এমনই সম্পদ, যে সম্পদের সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠবে তাদের ভবিষ্যৎ; এইভাবেই তারা লাভ করতে পারবে সেই প্রকৃত জীবন' ১ম তিমথি ৬ঃ১৮-১৯।

❖ প্রভু যীশুর বাণী 'সেবা পেতে নয়, সেবা করতেই আমি এই পৃথিবীতে এসেছি' মথি ২ঃ২৮।

পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম

❖ বৌদ্ধ শাস্ত্রে দানের বিষয়ে তিনটি দিকের উল্লেখ রয়েছে যথাঃ

দান দেবার পূর্বে মনে সন্তোষ আনিতে হইবে।

দান দেবার সময় প্রসন্ন চিত্তে দান দেবে।

দান দিয়াও আনন্দিত হইবে।

❖ তোমার জীবন অন্যের জন্য প্রয়োজনীয় করে তোল এবং তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার একটি হাতিয়ার কর। (বুদ্ধদেব)

পবিত্র ইসলাম ধর্ম

❖ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কিছু উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না' সুরা আল-বাকারা, আয়াত-১৬৭।

❖ ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) জনসেবা ও মানব কল্যাণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে নির্দেশ দিয়েছেন 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর রাখো (সেবা কর), বন্দীকে মুক্ত করে দাও এবং ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করো' (বুখারী)।

পবিত্র সনাতন ধর্ম

❖ ধর্মের চারটি প্রধান অঙ্গ হলো - যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও সত্য। কলিযুগে দানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

❖ শ্রদ্ধার সাথে, ভক্তির সাথে, শোভনীয়ভাবে, বিনম্রভাবে ও সৌজন্যের সাথে দান করো। (বেদান্ত)

এ বছর বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বাংলাদেশের আপামর জনগণ ও বিশ্ববাসীর যে মহানুভূতির প্রকাশ আমরা দেখেছি তা সত্যিই আশা জাগায়। গরীব দুঃখী মানুষের অসহায় অবস্থায় মানুষের হৃদয় অভ্যন্তরে কিছু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কাজ করে। সকলে ছুটে আসে ত্রাণ সামগ্রীর দান নিয়ে। কাজ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পরে। আর প্রচেষ্টা চালায়-

কিভাবে, কত দ্রুততর মানুষের জীবন যাপনের ব্যবস্থাকে সহজ থেকে সহজতর করা যায়?

কিভাবে মানুষকে পুনর্বাসিত করা যায়?

কিভাবে দুঃখে ভারাক্রান্ত মানুষের মাঝে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করা যায়?

কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সেবাদানে আনন্দ প্রদান করা যায়?

প্রয়াত সন্ন্যাসিনী বিশ্ববাসীর সবার প্রিয় মাদার তেরেজার একটি ছোট গল্প এ মুহূর্তে এই লেখার সাথে যুক্ত করলে মূল বিষয়টির মর্মার্থ আরো সহজভাবে বোঝা যাবে। আট বছরের ছোট মেয়ে তার অষ্টম জন্মদিনের এক/দু'দিন আগে তার বাবা এবং মাকে বললো 'প্রিয় বাবা ও মা এ বছর আমার জন্মদিন পালনের জন্য যে অর্থ খরচ করবে বলে ঠিক করেছ তা খরচ না করে আমাকে দিও, কারণ আমি মাদার তেরেজার গৃহে আশ্রয়াধীন গরীব শিশুদের ব্যবহারে সেই অর্থ দিতে চাই'। শিশুটির সেই দানের আকাঙ্খা দেখে তার বাবা মেয়েকে বললো 'তোমার মত আমিও কিছু দিতে চাই'। আর সেদিন থেকে সে তার মদ পানের ও জুয়া খেলার নেশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সেই অর্থ গরীব মানুষের সেবায় প্রদান করলো। পরিবারে সকলের আচরণের এই সৎ এবং সুন্দর পরিবর্তন দেখে মেয়েটির জননীও তার জীবনের কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সেই অর্থ গরীব মানুষের সেবার জন্য দান করলো। ঘটনাটি একটি পরিবারের মধ্য থেকে শুরু হয়ে এলাকার বিভিন্ন পরিবারে ঘটলো। আর এলাকার প্রায় সকল মানুষের মধ্যে সেই নতুন চেতনায়ন ঘটে 'দানে আনন্দ দানে সেবা'র মনোভাব গড়ে উঠলো। (সার্বজনীন করার জন্য গল্পটির আঙ্গিক কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে)

'দানে আনন্দ, দানে সেবা' আজকের মূল বিষয়টির আলোচনার আরো বেশী গভীরতা, হৃদয়স্পর্শী বাস্তবতা ও মানুষকে উদ্যোগী করার মানসিকতা নিহিত রয়েছে আপনাদেরই কাছে। কারণ হিসেবে মনে করি, কিছু সংগ্রহকৃত এবং কিছু আমার নিজের উপলব্ধি সম্বলিত এই লেখা পড়ে হয়তো আপনাদের অনুপ্রেরণায় একটু নাড়া দেবে কিন্তু বাস্তবে আনন্দ ও সেবা প্রদানে আপনার মহৎ দানই হতে পারে আগামী প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা এবং সাক্ষ্য। যা বিংশ শতাব্দীতে প্রয়াত সন্ন্যাসিনী মাদার তেরেজা সারা বিশ্ববাসীকে প্রদান করেছেন। হয়তো আপনার কর্তৃক 'দানে আনন্দ, দানে সেবার' মহৎ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী একবিংশ শতাব্দীতে আপনাকেই সেই শান্তির দূত! হিসেবে হৃদয়ে স্থান দেবে।

অনুধ্যান

❖ কোন ব্যক্তিকে দানবীর উপাধিটি প্রদানের মধ্যে আমাদের নিজ নিজ চেতনায় ও অনুভূতিতে কি কি বিষয় অনুভূত হয়?

আনন্দের অনুভূতি নাকি গর্বের অনুভূতি!

সহিষ্ণুতার অনুভূতি নাকি অহংকারের অনুভূতি!

পরার্থপরতার অনুভূতি নাকি স্বার্থপরতার অনুভূতি!

প্রদানের অনুভূতি নাকি প্রাপ্তির অনুভূতি!

শান্তির অনুভূতি নাকি দুরভিসন্ধির অনুভূতি!

❖ আমি নিজে যখন 'দানে আনন্দ, দানে সেবা'র কাজে জড়িয়ে পরি তখন আমার আত্মোপলব্ধিতে কি কি বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে?

কে আপন অথবা কে পর!

নিজের উদ্বৃত্ত থেকে দান করবো নাকি আমার যা আছে তা থেকেই দান করবো!

অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতেই ব্যস্ত থাকবো নাকি নিজেই আগে বিশ্বাসী হবো!

নিজের শূন্যতা পূরণে অপরকে কাছে টানবো নাকি সম্পূর্ণরূপে অপরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবো!

সেবা গ্রহণকারী মানুষকে মূল্যবোধ দানে মর্যাদা সম্পন্ন করবো নাকি অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে বিবেচনায় আনবো!